

আধুনিক রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহীনিরা কেন কাফির?



AHLUL HAQQ
publications

আধুনিক রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহীনিরা কেন কাফির?

১৪৪৭ হিজরি
প্রকাশনায়:



AHLUL HAQQ
publications

ভূমিকা

এই পুস্তিকায় ‘আধুনিক রাষ্ট্র’ বলতে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক বা গোত্র শাসন ভিত্তিক বা এমন সব রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে যে রাষ্ট্র বা গোত্র বা জাতির সংবিধান বা আইন বা জীবনব্যবস্থা মহান আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা তথা ইসলাম থেকে ভিন্ন বা বিকৃত বা আংশিক ইসলামের বিধান। এইসকল সংবিধানের সকল বিধান যদি যদি ইসলামের সাদৃশ্য হয় এবং শুধু একটি বিধান ইসলামের বিধানের বাইরে হয় তবে পুরো সংবিধানই ইসলামের বিধানের বাইরের সংবিধান বলে গণ্য হবে। “তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আনো আর কিছু অংশকে অস্বীকার করো?” [বাকার: ২৮৫] “নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (ঈমানের ব্যাপারে) তারতম্য করতে চায় এবং বলে, ‘আমরা কতক-এর উপর ঈমান আনি এবং কতকের সাথে কুফরী করি’। আর তারা মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করতে চায়, তাই প্রকৃত কাফির...” [আন-নিসা: ১৫০-১৫১]

সকল প্রসংশা আল্লাহর, যিনি শরিকমুক্তভাবে রাজত্ব করেন ও উপাসিত হন।
সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদের উপর, তার পরিবার ও সাহাবিদের
উপর। অতঃপর...

এমন সকল সংবিধান যেগুলো আল্লাহ ﷻ-র দেওয়া বিধান যেমন: হৃদুদ, রজম,
কিসাস, কোনো কাজ বা বস্তুর হালাল হারাম হওয়া ইত্যাদি বহির্ভূত, বিপরীত,
বিকৃত বা আংশিক বিধান নিয়ে রচিত সেই সকল সংবিধান কুফুরি সংবিধান।
আল্লাহ ﷻ বলেন “বিধান দেওয়ার ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই”¹ “তিনি কাউকে নিজ
কর্তৃত্বে শরিক করেন না”² “আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা
বিধান দেয় না/বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির”³ “তাদের কি এমন
শরীক আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধি-বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ
দেননি?”⁴

অতএব, যে কেউ আল্লাহ তায়ালার এই ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করবে অর্থাৎ আল্লাহ
ﷻ’র এই অধিকার নিজের জন্য সাব্যস্ত করবে অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ’র দেওয়া
কোনো হালাল/বৈধকে হারাম/অবৈধ ঘোষণা করবে বা হারামকে হালাল বা
কোনো শাস্তির বিধান (যেমন চোরের হাত কেটে দেওয়া, যিনাকারীকে
বেত্রাঘাত অথবা রজম) বাতিল করে নিজের মনমতো অথবা কোনো গোত্রীয়
অথবা যেকোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত কোনো বিধান প্রয়োগ করবে সে ব্যক্তি

¹ ইউসুফ:৪০

² কাহফ:২৬

³ মায়িদা:৪৪

⁴ আশ-শূরা: ২১

আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের সাথে অর্থাৎ বিধান প্রণয়নের যে ক্ষমতা তার সাথে শিরক করলো, এবং এই ব্যক্তিকে বলা হবে ‘ত্বগুত’। ত্বগুত হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ﷻ’র গুণ, ক্ষমতা ও অধিকারসমূহ নিজের জন্য সাব্যস্ত করে বা তাতে অংশীদারত্ব করে। অর্থাৎ ত্বগুত হলো নিজেকে রবের আসনে আসীন করা সত্ত্বা, আর এই ত্বগুতকেই আল্লাহ তায়ালা অস্বীকার করতে বলেছেন, যদি কেউ ত্বগুতকে পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান না করে তাহলে সে মুমিন নয় যদিও সে সালাত আদায় করে এবং সিয়াম পালন করে। কারণ ত্বগুতকে প্রত্যাখ্যান করা ইমান আনার প্রথম শর্ত। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন, “আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং ত্বগুতকে বর্জন করো।”⁵ “যে ত্বগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাঙ্গবে না।”⁶

ইমাম ইবনুল কায়্যিম আজ-জাওযিয়্যাহ رحمه الله বলেন, “ত্বগুত হলো: উপাস্য, অনুসরণীয় কিংবা মান্যবরদের মধ্য থেকে যার ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা হয়। সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্বগুত হলো সেই ব্যক্তি, লোকেরা আল্লাহ তা’আলা ও তার রাসূলের বিপরীত যার কাছে বিচার প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা’আলাকে ছেড়ে যার উপাসনা করে অথবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের (বিধানের) প্রতি ক্রক্ষেপ না করে যার অনুসরণ করে বা এমন

⁵ নাহল:৩৬

⁶ বাকারা:২৫৬

বিষয়ে তার আনুগত্য করে যে বিষয়ে তারা জানে না যে, এটাই আল্লাহর আনুগত্য।”

আল্লাহ ﷻ বলেন, “আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা ত্বগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।”⁷

ইবনে কাসীর رحمه الله এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “এ আয়াতটি আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, যে দাবি করে, আল্লাহ তা’আলা তার রাসূলের উপর ও পূর্ববর্তী আশ্বিয়াদের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে অথচ সে বিদ্যমান বিষয়াদিতে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহকে ছেড়ে ভিন্ন কোন কিছুর কাছে ফায়সালা চায়। এ আয়াত অবতীর্ণের কারণ হিসেবে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, একজন আনসারী ও একজন ইহুদি পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। ইহুদি বললো, তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে মুহাম্মাদ। আনসারী বললো, তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে কা’আব ইবনু আশরাফ। আরো বলা হয়ে থাকে, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এমন একদল মুনাফিকের ব্যাপারে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম জাহের করতো আর জাহিলিয়াতের বিধান দিয়ে ফায়সালাকারী বিচারকদের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করতো। কেউ আবার অন্য মত

⁷ নিসা: ৬০

ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত আয়াতটি এ ধরনের সকল ব্যাখ্যার চেয়ে ব্যাপক। কেননা আয়াতটি প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে তিরস্কার করছে, যে কুরআন-সুন্নাহ থেকে ফিরে যায় এবং এ দু’টি ব্যতিরেকে অন্য কোন বাতিলের কাছে বিচার প্রার্থনা করে। [আর যার কাছে বিচার প্রার্থনা করে] এ আয়াতে ত্বগুত দ্বারা সেটাই উদ্দেশ্য।“

উপরোক্ত প্রমাণাদি থেকে এটা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে বা প্রতিস্থাপন করে বা মানরচিত আইন প্রণয়ন করে তারা মূলত আল্লাহর হাকিমিয়াতে হস্তক্ষেপ করে, ফলে তারা হয়ে যায় ত্বগুত। আর ত্বগুতকে(মিথ্যা উপাস্য) অস্বীকার করা অর্থাৎ তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে তাকে কাফির ঘোষণা না করা অবধি এবং ত্বগুত মানবরচিত সংবিধানকে প্রত্যাখ্যান না করা অবধি কেউ মু’মিন হতে পারবে না।

আধুনিক রাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনীসমূহ (যেমন; সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, পুলিশ, গোয়েন্দা, সীমান্তরক্ষাকারী বাহিনী ইত্যাদি) ত্বগুত সংবিধান এবং ত্বগুত শাসকের আনুগত্য করে, ত্বগুতি শাসন টিকিয়ে রাখতে কাজ করে, একে পাহারা দেয়, গুইরুল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করে, জোর করে চাপিয়ে দেয়, কেউ অমান্য করলে শাস্তি দেয়, টিকিয়ে রাখতে যুদ্ধ করে, ত্বগুতের জন্য লড়াই করে। আল্লাহ ﷻ বলেন, “নিঃসন্দেহে ফির‘আউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।”^৪

^৪ কাসাস: ৮

“যারা ঈমান আনে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরি করে তারা লড়াই করে ত্বগুতের রাস্তায়।”^৭

প্রত্যেক ত্বগুতের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হতে পারে তা গাছ অথবা পাথর নির্মিত, হতে পারে তা কোনো কবর (যার উপাসনা করা হয়), অথবা কোনো শাসক, নেতা অথবা আইন। প্রকৃতপক্ষে তা ত্বগুত হিসেবে গণ্য।

এটি জানা কথা যে, কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, একে প্রচার-প্রসার করা, সাহায্য করা, রক্ষা করা ইত্যাদি এর সবই কুফর।

তেমনিভাবে কুরআনের বিপরীত এই কুফুরি সংবিধানের (যা তৈরি করা হয়েছে আল্লাহর অবাধ্যতায়, তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার সাথে শিরক ও কুফর করে) প্রতি শপথ, এর আনুগত্য, একে প্রতিষ্ঠা করা, একে রক্ষা করা প্রতিটিই কুফর এবং শিরক। একজন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এর প্রতিটির সাথেই জড়িত। তাই গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এবং অন্যান্য যে-কোনো রাষ্ট্র যা আল্লাহর বিধান ব্যাতিত অন্য কোনো বিধান দ্বারা শাসিত হয় সেইসকল রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীরা ধর্মত্যাগী মুরতাদ কাফির, কারণ তারা ত্বগুতকে প্রত্যাখান না করে তার আনুগত্যে লিপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহর দেওয়া বিধানকে পরিত্যাগ করে মানবরচিত বিধানকে সংবিধান রূপে গ্রহণ করেছে। এবং একই সাথে এইসকল ত্বগুত, কুফুরি রাষ্ট্রব্যাবস্থা ও এর সংবিধানকে যারা টিকিয়ে রাখে ভিন্ন ভিন্ন পদে

^৭ নিসা: ৭৬

অধিষ্ঠিত হয়ে তারাও ত্বগুতকে প্রতিষ্ঠিত রাখার কারণে ধর্মত্যাগী মুরতাদ হয়েছে।

ত্বগুতবাহিনীর অপরাধসমূহ:

- ত্বগুতের আনুগত্য করার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শিরক করা।
- মানবরচিত কুফুরি সংবিধানের প্রতি ইমান আনা, একে সম্মান জানানো, মেনে চলা, রক্ষা করা, মানুষের উপরে চাপিয়ে দেওয়া।
- আল্লাহর ভূমিতে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন না করা।
- আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।
- ওয়ালা বারা (আল্লাহর জন্য কাফিরদের ঘৃণা করা এবং মু'মিনদের ভালোবাসা) রক্ষা না করা।
- কাফির মুরতাদদের মুজাহিদদের বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা করা।
- ত্বগুতের পাহারাদার হওয়া এবং তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হওয়া।
- আল্লাহর শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া মুওয়াহহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাদের স্ত্রীদের ধর্ষণ করা সন্তানদের বন্দি বানানো।
- আন্তর্জাতিক ত্বগুতের (জাতিসংঘের) শান্তিমিশনের নামে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।
- মুজাহিদদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়া।
- হিজরতের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া।

ত্বগুতের বাহীনিসমূহের প্রতি বার্তা:

“আর যার কর্ম তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।” হে ত্বগুতের পাহারাদার, আল্লাহ ﷻ আপনাকে সৃষ্টি করেছে শুধু তারই ইবাদত করার জন্য, কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য, তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করার জন্য [“আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর হয়ে যায় (এখানে ফিতনা অর্থ শিরক)।”¹⁰], নির্যাতিত মু’মিন নারী-শিশু-বৃদ্ধদের সাহায্য করার জন্য [“আর তোমাদের কি হলো যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব আমাদেরকে বের করুন এই জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা জালিম...।’”¹¹], শিরক-কুফরের সব চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য, মূর্তিসমূহ ধ্বংস করার জন্য।

পক্ষান্তরে, আপনি ত্বগুতের আনুগত্য করছেন, জাতীয়তাবাদের কুফুরি পতাকা উচ্চকিত করছেন, শিরক-কুফর প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করছেন, ত্বগুত সংবিধান বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের জন্য যুদ্ধ করছেন, কাফিরদের ছেড়ে দিয়ে মু’মিনদের দিকেই বন্দুকের নিশানা তাক করেছেন, ভ্রান্ত উপাস্য মূর্তিগুলোকে নিরাপত্তা দিচ্ছেন, রিবার কারখানা, ব্রোথেল, মদের বার ও কুফফারদের দূর্গগুলোকে পাহারা দিচ্ছেন।

হে ত্বগুতের পাহারাদার, নিশ্চয়ই আপনি ইসলাম-ইমান থেকে বের হয়ে গেছেন এবং আপনার সকল আমল বরবাদ হয়ে গেছে, “আপনার প্রতি ও

¹⁰ আল-আনফাল: ৩৯

¹¹ আন-নিসা: ৭৫

আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, ‘যদি আপনি শিরক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।’¹² “আর কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হবে এবং সে আখেরাতে ক্ষীতগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”¹³ “তারা যদি শিরক করত তবে তাদের সব কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যেত।”¹⁴ হে ত্বগুতের শক্তিবর্ধক হাত, “বলুন, কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক প্রদান করেন?...”¹⁵ “আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের রিযিক দিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, অতঃপর পুনরায় জীবিত করবেন...”¹⁶ “তিনি যদি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে যে তোমাদের রিযিক দেবে?”¹⁷ তবে রিযিকের ভয়ে কেন আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে ত্বগুতের ইবাদতে লিপ্ত থাকছেন? “আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন, আর তাকে রিযিক দিবেন (এমন উৎস) থেকে যা সে ধারণাও করতে পারে না।”¹⁸ “জনপদগুলোর লোকেরা যদি ঈমান আনতো আর তাকওয়া অবলম্বন করতো তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান আর যমীনের কল্যাণ উন্মুক্ত করে

¹² আয-যুমার:৬৫

¹³ আল-মাইদাহ:৫

¹⁴ আল-আন’আম:৮৮

¹⁵ ইউনুস:৩১

¹⁶ আর-রুম:৪০

¹⁷ আল-মূলক:২১

¹⁸ আত-তালাক: ২-৩

দিতাম...।”¹⁹ এই ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ায় সীমিত ভোগ-বিলাসের আশায় কেন অনন্তকালের অফুরন্ত নিয়ামত হারাচ্ছেন? কেন আল্লাহর রাস্তা ত্যাগ করে ত্বগুতের রাস্তায় আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন? আপনি কি জানেন একজন মুজাহিদের রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পরার পূর্বেই তার পাপসমূহ ক্ষমা করে জান্নাতে তার স্থান দেখানো হবে, কবরের ফিতনা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং ভয়াবহ কিয়ামতের দিন তাকে ভয়মুক্ত রাখা হবে, মৃত্যুর যন্ত্রণা হবে পিঁপড়ের কামড়ের ন্যায়? নবী-রাসুলগণের পরেই একজন মুজাহিদের মর্যাদা রাখা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, “হে মু’মিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।”²⁰ অতএব, আপনারা ত্বগুতের গোলামি থেকে বের হয়ে আসুন, ইমান ও আমলকে শুদ্ধ করে নিন, আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করুন [যে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করে আল্লাহও তাকে সাহায্য করে], আপনার দক্ষতা ও প্রশিক্ষণকে কাজে লাগান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য। দেখুন দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের, আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, তারা ত্ব’ঈফাতুল মানসুরা যারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে যাচ্ছে যাদের কথা মহান আল্লাহর রাসূল ﷺ জানিয়ে গেছেন, “তারা কিয়ামত পর্যন্ত হকের পথে কিতাল করতে থাকবে, নিন্দুকেরা তাদের নিন্দা করবে কিন্তু এতে তাদের কোনোই ক্ষতি হবে না।” সমগ্র বিশ্বের কুফযার ক্রুসেডার তাদের বিরুদ্ধে একত্র, কারণ তারা জানে দাওলাতুল ইসলামই একমাত্র ইসলামের পূর্ণ হক্ক আদায়ের জন্য লড়াই করছে, এতে তারা আপোস

¹⁹ আল-আরাফ:৯৬

²⁰ আল-ইমরান: ১০২

করে না সমঝোতা করে না, তারা যে ভূমিই জয় করে সে ভূমিতেই আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে এবং এতে কোনো কালক্ষেপণ করে না।
অতএব, আপনার করণীয় ঠিক করে নিন, একদিকে রয়েছে ত্বগুতের উপাসনা, আল্লাহর অবাধ্যতা ও লাঞ্ছনার জীবন অন্যদিকে রয়েছে জিহাদ, গৌরব ও মর্যাদার জীবন। একদল উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, অন্যদল সোজা হয়ে পায়ে ভর দিয়ে সরল-সঠিক পথে চলে। আর যে আখিরাতে সফল সে-ই প্রকৃত সফল

প্রশ্ন:

আমি আগে সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলাম। এরপর আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান করেন এবং আমি তাদের কুফর সম্পর্কে অবগত হই। যদিও আমি তাদের কুফর ও রিদ্দাহ সম্পর্কে জানি, তবুও আমি প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করতে সক্ষম নই; কারণ এতে নিঃসন্দেহে আমার প্রাণনাশ হবে। আমার কাছে এখনো অস্ত্র রয়েছে এবং আমি তাদের কাছ থেকে মাসিক বেতন পাই, কারণ আমি এখনো তাদের তালিকাভুক্ত সদস্য। এই মুহূর্তে চাকরি ছেড়ে দিলে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে। আমার পালিয়ে যাওয়ারও কোনো জায়গা নেই, কারণ এমন কোনো স্থান নেই যেখানে দাওলাহর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আমি এই নিয়তে বাহিনীতে রয়ে গেছি যে, যদি আল্লাহ আমার জন্য হিজরত সহজ করে দেন, তাহলে আমি মুজাহিদদের জন্য গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করব। আমার এই পরিস্থিতির কারণে কি আমি ওজরপ্রাপ্ত বলে গণ্য হব? আর আমার ব্যাপারে শরিয়ি হুকুম কী?

উত্তর:

তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাও, যদিও তা আত্মগোপনে চলে যাওয়ার মাধ্যমেই হোক। যদি তা করতে সক্ষম না হও, তবে সেজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাও। আর যদি তোমার কাছে কোনো অস্ত্র থাকে, তবে তা নিয়ে পালিয়ে যাও। তারা যদি তোমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তবে আত্মরক্ষা করো, এমনকি শহীদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করো—যাতে আল্লাহ তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকে এবং তাদেরকে সহযোগিতা করার অতীত কর্মকাণ্ডের কাফফারা হিসেবে তা গ্রহণ করেন।

হে আমার ভাই, যতক্ষণ তোমাকে অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে এবং তোমার পক্ষে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে আত্মগোপনে যাওয়া সম্ভব, ততক্ষণ তোমার ক্ষেত্রে ইকরাহ (বলপ্রয়োগ বা বাধ্য হওয়ার ওজর)-এর বিধান প্রযোজ্য হবে না।

والله أعلى وأعلم

[উত্তর প্রদানে: শায়খ আবু বারা আস-সাইফ]